"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি সর্বদা বাণীর ঊর্ধ্বে, বাচ্চারা, আমি তোমাদের উপরাম (ঊর্ধ্ব স্থিতি) বানাতে এসেছি, তোমাদের সকলের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, এখন বাণীর ঊর্ধ্বে ঘরে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - ভালো পুরুষার্থী স্টুডেন্ট কাকে বলা হবে? তাদের মুখ্য নিদর্শন শোনাও?

*উত্তরঃ - ভালো পুরুষার্থী স্টুডেন্ট তারাই, যারা নিজের সঙ্গে কথা বলতে জানে, সূক্ষ্ম স্টাডি করে থাকে। পুরুষার্থী স্টুডেন্ট সদা নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে যে, আমার মধ্যে কোনো আসুরী স্বভাব নেই তো? দৈবী গুণ কতখানি ধারণ করেছি? তারা নিজেদের রেজিস্টার রাখে যে, ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি সদা থাকে তো? ক্রিমিনাল খেয়াল চলে না তো?

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি, যারাই বাণীর ঊর্ধ্বে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে। সে হলো সমস্ত আত্মাদের ঘর। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমাদের এখন এই শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন, আমি এসেছি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাই তোমাদের এই দেহ আর দেহের সম্বন্ধ থেকে উপরাম হতে হবে। এ তো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া। এও আত্মারা জানে যে, আমাদের এখন যেতে হবে। বাবা এসেছেন আমাদের পাবন বানানোর জন্য। আমাদের আবার পাবন দুনিয়াতে যেতে হবে। অন্তরে এই বিচার সাগর মন্থন হওয়া উচিত। আর কারোরই এমন চিন্তা বা বিচার আসবে না। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা আমাদের মন থেকে এই শরীর ত্যাগ করে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আবার নতুন পবিত্র সম্বন্ধে, নতুন দুনিয়াতে আসবো। এই স্মৃতিও খুব অল্পেরই থাকে। বাবা বলেন যে, ছোটো, বড়, বৃদ্ধ ইত্যাদি সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। আবার নতুন দুনিয়াতে পাবন সম্বন্ধে আসতে হবে। তোমাদের প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধিতে আসা উচিত যে, আমরা এখন ঘরে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। যা করবো, সেটাই সাথে যাবে। যে এখন ঈশ্বরের কারণে করে সে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে পদ্মাপদমপতি (লক্ষ কোটি গুণ ধনের অধিকারী) হয়। ওরা এই পুরানো দুনিয়াতে ইনডায়রেক্ট করে। তারা মনে করে, ঈশ্বর এর ফল দান করবে। বাবা এখন বোঝান, সে সব তোমরা অল্পকাল ক্ষণভঙ্গুর পাও। আমি এখন এসেছি, আমি তোমাদের রায় দিচ্ছি- এখন তোমরা যা দান করবে, তা তোমরা ২১ জন্মের জন্য পদ্ম সম প্রাপ্ত করবে। তোমরা মনে করো, বড় ঘরে গিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। আমরা তো নারায়ণ অথবা লক্ষ্মী হবো। তাহলে ততটাই পরিশ্রম করা উচিত। আমরা এই পুরানো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর ত্যাগ করতে হবে। এমন তৈরী থাকা উচিত যাতে পরের দিকে অন্য কেউই স্মরণে না আসে। যদি পুরানো দুনিয়া, মিত্র পরিজন ইত্যাদি স্মরণে আসে, তাহলে কি গতি হবে? তোমরা তো বলো - অন্তিমকালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে.... তাই বাবাকেই ফলো করা উচিত। এমন নয় যে, ব্রহ্মা বাবা বৃদ্ধ, তাই মনে করেন এই শরীর ত্যাগ করতেই হবে। তা নয়, তোমরা সকলেই বৃদ্ধ। সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবাইকেই ফিরে যেতে হবে, তাই বাবা বলেন, এই পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো। এখন তো নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। তারপর যতক্ষণ ওখানে থাকতে হয়, ততক্ষণই ওখানে থাকবে। যত পরের দিকে পার্ট থাকবে, ততই শেষের দিকে শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করবে। কেউ তো একশো বছর কম পাঁচ হাজার বছরও শান্তিধামে থাকবে। তারা শেষের দিকে আসবে। যেমন কাশী কলবট খায়, সবাই পাপ মুক্ত হয়ে শেষ হয়ে যায়। শেষের দিকে যারা আসবে তাদের আর কি পাপ হবে ! এলো আর গেলো। বাকি কেউই মোক্ষ লাভ করবে না। ওখানে থেকে কি করবে। পার্ট তো অবশ্যই প্লে করতে হবে। তোমাদের পার্ট হলো শুরুর দিকে আসার। বাবা তাই বলেন -- বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। এখন তো তোমাদের ফিরে যেতে হবে, ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা এখন পতিত হয়ে গেছো। এখন আবার নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। দৈবীগুণও ধারণ করো।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, নিজেদের পর্যবেক্ষণ করতে থাকো - আমাদের মধ্যে কোনো আসুরী স্বভাব নেই তো? তোমাদের দৈবী স্বভাব থাকা উচিত। তারজন্য চার্ট রাখো তাহলে পাকা হতে থাকবে, কিন্তু মায়া এমনই যে, চার্ট রাখতে দেয় না। দুই - চারদিন রেখে আবার ছেড়ে দেয় কেননা ভাগ্যে নেই। ভাগ্যে থাকলে খুব ভালোভাবে রেজিস্টার রাখবে। স্কুলে তো অবশ্যই রেজিস্টার রাখে। এখানেও সমস্ত সেন্টারে সকলের চার্ট, রেজিস্টার রাখতে হবে। তারপর দেখতে হবে, আমরা রোজ যাই কি? দৈবী গুণ ধারণ করি কি? ভাই - বোনের সম্বন্ধের থেকেও উচ্চে যেতে হবে। কেবল ভাই - ভাইয়ের আত্মিক দৃষ্টি চাই। আমি হলাম আত্মা। কোনো ক্রিমিনাল দৃষ্টি যেন না থাকে। ভাই - বোনের সম্বন্ধও এই কারণে, কেননা

তোমরা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । এক বাবার বাচ্চা । এই সঙ্গম যুগেই তোমরা ভাই - বোনের সম্বন্ধে থাকো । তাই বিকারের দৃষ্টি যেন বন্ধ হয়ে যায় । তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাণীর ঊর্ধ্বেও যেতে হবে । এমন - এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে, এ হলো সূক্ষ্ম স্টাডি, এতে আওয়াজ করার কোনো দরকার নেই। এ তো বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য আওয়াজে আসতে হয় । বাণীর ঊর্ধ্বে যাওয়ার জন্যও বোঝাতে হয় । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে ।

আত্মা বাবাকে ডেকেছে যে, আমাকে সাথে করে নিয়ে যাও। আমি পতিত, নিজে ফিরে যেতে পারি না । পতিত দুনিয়াতে এখন পাবন কে বানাবে ! সাধু - সন্ত ইত্যাদি কেউই পাবন বানাতে পারে না । তারা নিজেরাই পাবন হওয়ার জন্য গঙ্গা স্নান করে । বাবাকে জানেই না । যারা পূর্ব কল্পে জেনেছিলো, তারাই এখন পুরুষার্থ করছে । এই পুরুষার্থও বাবা বিনা কেউই করাতে পারে না । বাবাই হলেন সবথেকে উচ্চ। এমন বাবাকে নুড়ি - পাথরে আছে বলার কারণে মানুষের কি হাল হয়ে গিয়েছে ! সিঁড়ি নেমেই এসেছে । কোথায় তাঁদের মতো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর কোথায় এমন সম্পূর্ণ বিকারী । এই কথা তারাই মানবে, যারা পূর্ব কল্পে মেনেছিলো । তোমাদের দায়িত্ব হলো, যারাই আসুক না কেন, তাদের বাবার নির্দেশ বলে দেওয়া । সিঁড়ির চিত্রের উপরে বোঝাও। সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা । সকলেই শান্তিধাম আর সুখধামে যাবে । সুখধামে তারাই যাবে, যে আত্মারা শক্তির দ্বারা বুদ্ধিযোগকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানাবে । ভারতের প্রাচীন যোগের মহিমা আছে । আত্মার এখন স্মৃতি ফিরে আসে যে, বরাবর আমরা প্রথম দিকে এসেছিলাম। এখন আবার ফিরে যেতে হবে । তোমাদের নিজের পার্ট স্মরণে আসে । যারা এই কুলে আসবে না, তাদের তাদের মনেই হয় না যে, আমাদের পবিত্র হতে হবে । এই পবিত্র হওয়াতেই পরিশ্রম করতে হয় । বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্মজিৎ হতে পারবে । আর ভাই - বোন মনে করলে তো দৃষ্টিরই পরিবর্তন হয়ে যাবে । সত্যযুগে কারোর দৃষ্টি খারাপ হয় না । বাবা তো বোঝতেই থাকেন - বাচ্চারা, নিজেকে প্রশ্ন করো - আমরা সত্যযুগী দেবতা, নাকি কলিযুগী মনুষ্য? বাচ্চারা, তোমাদের অনেক ভালো ভালো চিত্র, স্লোগান ইত্যাদি বানানো উচিত। একজন বলবে - সত্যযুগী, নাকি কলিযুগী? অন্যরা আবার অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, এমন ভাবে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা উচিত।

বাবা তো শ্রীমৎ দেন পতিতকে পাবন বানানোর জন্য । বাকি কাজ - কারবারের বিষয়ে আমি কি জানবো । বাবাকে ডাকাই হয়েছে, তুমি এসে মানব থেকে দেবতা হওয়ার পথ বলে দাও, সেটা আমি এসে বলি । এ কতো সিম্পল (সহজ) কথা । ইশারাও খুব সহজ - মন্মনাভব। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । অর্থ না বোঝার কারণে মানুষ গঙ্গাকে পতিত - পাবনী মনে করে নিয়েছে । পতিত পাবন তো হলেন বাবা । এখন সকলেরই অন্তিম সময় । তিনি হিসেব - নিকেশ শোধ করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বাবা যখন বোঝান, তখন বোঝেও, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে নেমে যায় । বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের ভাই - বোন মনে করো, কখনোই যেন খারাপ দৃষ্টি না হয় । কারোর কামের ভুত, লোভের ভুত এসে যায়, কখনো ভালো ভোজন দেখলে আসক্তি এসে যায় । চানাওয়ালা দেখলেই খাওয়ার কথা মনে হবে । এরপর খেয়ে নিলে পরিপক্ক না হওয়ার কারণে প্রভাব পড়ে যায় । বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায় । মা - বাবা, অনন্য বাচ্চারা যাকে সার্টিফিকেট দেয়, তাকে ফলো করা উচিত। যজ্ঞ থেকে যাই প্রাপ্ত হয়, তাই মিষ্টি মনে করে খাওয়া উচিত। জিভ যেন লোভী না হয় । যোগেরও প্রয়োজন। যোগ না হলে বলবে, অমুক জিনিস খাওয়া উচিত, না হলে রোগগ্রস্ত হয়ে যাবো । বুদ্ধিতে থাকা উচিত, আমরা এখানে এসেছি দেবতা হওয়ার জন্য। এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তারপর বাচ্চা হয়ে আবার মায়ের কোলে আসবো । মায়ের যে খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস, তার প্রভাব বাচ্চার উপরে আসে । ওখানে এইসব কোনো কথাই হয় না । ওখানে সবকিছুই ফার্স্টক্লাস হবে । আমাদের জন্য মাতা ফার্স্টক্লাস খাবারও খাবে, যা আমাদের পেটে আসবে । ওখানে তো হলোই ফার্স্টক্লাস। জন্মগ্রহণ করামাত্রই খাওয়াদাওয়া সবই শুদ্ধ হয় । তাই এমন স্বর্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হওয়া উচিত। তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বাবা এসে তোমাদের রিজ্যুভিনেট (পুনরুজ্জীবিত) করেন। ওরা তো বানরের গ্লান্ড মানুষের মধ্যে স্থাপন করে । মনে করে, আমরা জোয়ান হয়ে যাবো । যেমন নতুন হার্ট প্রতিস্থাপন করে । বাবা কোনো হার্ট প্রতিস্থাপন করেন না । বাবা তো এসে চেঞ্জ করেন। বাকি এ সবই হলো সায়েন্স। মানুষ বোম্ব ইত্যাদি তৈরী করে । এ তো দুনিয়াকেই শেষ করে দেওয়ার মতো জিনিস। বুদ্ধি তো তমোপ্রধান, তাই না । ওরা তো খুশীই হয়, এও ভবিতব্য তৈরী হয়েই আছে । বম্বস তো অবশ্যই তৈরী হবে । শাস্ত্রতে আবার লেখা আছে যে, পেট থেকে মুসল নির্গত হয়েছিলো, আবার এমন হয়েছিলো । বাবা এখন বুঝিয়েছেন যে, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের কথা । রাজযোগ তো আমিই শিখিয়েছিলাম। সে'সব তো হল কাহিনী, যা শুনতে শুনতে এই অবস্থা হয়ে গিয়েছে । বাবা এখন সত্য সত্যনারায়ণের কথা, তিজরীর কথা, অমরনাথের কথা শোনাচ্ছেন। এই ঈশ্বরীয়

পাঠের দ্বারা তোমরা এই পদ প্রাপ্ত করো । বাকি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি তো নেই, যাঁকে দেখানো হয়েছে যে স্বদর্শন চক্রের দ্বারা সবাইকে হত্যা করেছেন। আমি তো কেবল তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে পাবন বানাই। আমি তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বানাই। ওরা তা আবার শ্রীকৃষ্ণের হাতে চক্র ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে । স্বদর্শন চক্র কিভাবে ঘোরাবে? জাদুর তো কথাই নয় । এ তো সবই গ্লানি, তাই না । সেও অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এ কেমন ওয়ান্ডারফুল ড্রামা । এখন ছোটো - বড় সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা । এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দ্বিতীয় অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে । এমন অবস্থা হলে তখনই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । নিজের মনকে জিজ্ঞেস করা উচিত - আমাদের রেজিস্টার কতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে? রেজিস্টার দেখে চলন জানা যাবে -- রেগুলার পড়ে, নাকি নয়? কেউ কেউ তো আবার মিথ্যাও বলে দেয় । বাবা বলেন, সত্যি বলো, না বললে তোমাদেরও রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে । ভগবানের কাছে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে তারপর তা যদি ভেঙ্গে ফেলো তাহলে তোমাদের কি অবস্থা হবে । বিকারে যদি পড়ে যাও তাহলেই শেষ। প্রথম নম্বর শত্রু হলো দেহ বোধ, তারপর কাম, ক্রোধ। দেহ বোধে আসাতেই বৃত্তি খারাপ হয় তাই বাবা বলেন - দেহী - অভিমানী ভব। অর্জুনও তো ইনিই। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই ছিল । এখন তো অর্জুন নাম নয়, নাম তো চেঞ্জ হয়, যেই দেহে প্রবেশ করে, তার নাম হয় । মানুষ তো বলে দেয়, এই বৃক ইত্যাদি সবই তোমাদের কল্পনা । মানুষ তো যা কল্পনা করে সেটাই বাস্তবে হয় ।

বাচ্চারা, তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত - আমরা এখন স্বর্গে গিয়ে ছোটো বাচ্চা হবো । তখন নাম - রূপ - দেশ - কাল সবকিছুই নতুন হবে । এ হলো অসীম জগতের ড্রামা, যা তৈরী আছে এবং আবারও হচ্ছে । এ তো হতেই হবে তাহলে আমরা চিন্তা কেন করবো? বাচ্চারা, এই ড্রামার রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া এই কথা আর কেউই জানে না । দুনিয়াতে এই সময় সবাই হলো পূজারী । যেখানে পূজারী থাকে সেখানে একজনও পূজ্য থাকতে পারে না । পূজ্য থাকে সত্যযুগ আর ত্রেতাতে । কলিযুগে সবাই হলো পূজারী, তাহলে তোমরা নিজেদের কিভাবে পূজ্য বলতে পারো? পূজ্য তো হলেন দেবী - দেবতারাই। পূজারী হলো মনুষ্য। বাবা মূল কথা বোঝান যে - পাবন হতে হলে মামেকম্ স্মরণ করো । ড্রামা অনুসারে যে যতটা পুরুষার্থ করেছে, ততটাই করবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের পড়াশোনার রেজিস্টার রাখতে হবে । নিজের চার্ট দেখতে হবে যে, আমাদের ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি কতখানি আছে? আমাদের দৈবী স্বভাব তৈরী হয়েছে কি?

২) নিজের কথার উপরে খুবই কন্ট্রোল রাখতে হবে । বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা দেবতা হতে চলেছি, তাই খাওয়াদাওয়ার প্রতি খুবই খেয়াল রাখা উচিত। রসনার দিকে মন যেন প্রভাবিত না হয় । মা - বাবাকে ফলো করতে হবে ।

বরদানঃ- পরখ করার শক্তির দ্বারা বাবাকে চিনে অধিকারী হওয়া বিশেষ আত্মা ভব

বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্বকে দেখেন, সম্পূর্ণ না হলেও, পুরুষার্থীও যদি হয়, তবুও এমন একটি বাচ্চাও নেই যার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব থাকবে না । সবথেকে প্রথম বিশেষত্ব হলো, কোটির মধ্যে কয়েকজনের লিস্টে এসেছে । বাবাকে চিনে 'আমার বাবা' বলা আর অধিকারী হওয়া, এও বুদ্ধির বিশেষত্ব, পরখ করার শক্তি । এই শ্রেষ্ঠ শক্তিই বিশেষ আত্মা বানিয়ে দিয়েছে ।

স্লোগানঃ- শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা অঙ্কন করার কলম হলো শ্রেষ্ঠ কর্ম, সেইজন্য যত চাও ততই ভাগ্য তৈরী করে নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;